Vol. 9 | No. 2 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

একটি পাকভারতীয় লোক গল্পের আলোচনা : খাদ্যলোভী ফাঁকিবাজ ও তার শাস্তি

Volume	9
Issue	2
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ডক্টর মযহারুল ইসলাম
Published online	December 16, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i2.2
Pages	41-79
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

একটি পাকভারতীয় লোক গল্পের আলোচনা ঃ

খাদ্যলোভী ফাঁকিবাজ ও তার শাস্তি

ডক্টর মযহারুল ইসলাম

পৃথিবীর লোক গল্পের ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চালাকি ও ফাঁকি দেবার রেওয়াজ সংক্রান্ত গল্পের সংখ্যা কম নয়। সব দেশেই এই জাতীয় গল্প কম বেশী সর্বজনবিদিত। খাদ্যদ্রব্যের লোভ ও পরিণামে লোভীর শাস্তিলাভ এই জাতীয় গল্পের প্রায়ই মূল কাঠামো প্রস্তুত করে। এদের কোন কোন গল্পের পাঠান্তর পর্যন্ত আছে আবার কোনটির পাঠান্তর সংখ্যায় কম। গল্পগুলো ইংরেজীতে যাকে বলে Tale type তার পর্যায়ভুক্ত হতে সমর্থ, কেন না গল্পগুলোর কাঠামো সুদৃঢ়, চরিত্রগুলো সুস্পষ্ট এবং লোকগল্পের যে প্রধান প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী থাকা তাও এই গল্পগুলোতে বিদ্যমান। আলোচ্য গল্পগুলোরই একটি প্রসিদ্ধ সংস্করণ "অকৃতজ্ঞ সঙ্গী ও সংগৃহীত দ্রব্যে ফঁাকি" এই পর্যায়ভুক্ত (Unjust partner & the deceptive crop Division.) আরণে-থম্পসন রচিত বিখ্যাত টাইপ ইনডেক্স গ্রন্থে'[১] এই গল্পের উল্লেখ দুবার লক্ষ্য করা যায়—টাইপ ৯ ও ১০৩০। গল্পটিকে বিখ্যাত মটিফ ইনডেক্স গ্রন্থে[২] কে ১৭১·১ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে (Motif k171. 1, Deceptive Crop division ঃ above the ground, below the ground & k. 171. 2, Deceptive grain division : the corn & the chaff.) গল্পটি এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে বিশেষ পরিচিত। সাধু সেজে মাখন বা মধু চুরী করার গল্পটি এই গল্পেরই

---

১. Anti Arne & Stith Thopmson. *The Types of the Folktale.* 2nd rev. ed. FFC 184, Helsinki, 1961.

২. Stith Thompson. *Motif Index of Folk-Literature.* rev. ed. 6 vols. Bloomington, Indiana University Press, 1957.

কাছাকাছি—কিন্তু বিস্তৃতিতে মধু চুরীর গল্পটি সমগ্র বিশ্বে আলোচ্য গল্পের চেয়ে অনেক ব্যাপক। মধু চুরী গল্পের টাইপ১৫। তারও একটি তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। এই পর্যায়ের পাক ভারতীয় লোক গল্পগুলোর কাঠামো এবং চরিত্র অনেকাংশেই অন্য রকমের। শুধু পাক ভারতীয় নয়, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেই আলোচ্য ধারার গল্পে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের, এমন কি এশিয়ার অন্যান্য দেশের গল্পের তুলনায় এই পার্থক্য জাজ্জ্বল্যমান হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলেই এই পর্যায়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় গল্পগুলোতে প্রায়ই একজন ভিলেন চরিত্র থাকে যে তার বন্ধুকে অসৎ উপায়ে বা চালাকি করে অর্জিত খাদ্যদ্রব্য ফঁাকি দেয় অথবা বন্ধুর বোকামির সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে খাবারের অথবা পানীয়ের বেশী অংশই সে খায় বা পান করে। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বোক্ত টাইপ ইনডেক্স গ্রন্থে এই টাইপ উল্লিখিত হয় নি। এই সমস্ত গল্পের মটিফ-গুলোও অত্যন্ত অবিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন। ফলে বিখ্যাত মটিফ ইনডেক্স গ্রন্থেও এগুলোর সার্থক উদ্দেশ স্থিরীকৃত নয়—দু একটির উল্লেখ থাকলেও পাকভারতীয় লোকগল্পের মৌখিক উৎস অনির্দেশিত রয়েছে, স্থানের পরিচয়ও প্রায়ই অনুল্লেখিত।

বলাবাহুল্য পাকভারতীয় লোক কাহিনীর ভাণ্ডার এতই সমৃদ্ধ যে এর একটি মাত্র ধারা নিয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা চলতে পারে এবং বর্তমান লেখকের স্থির বিশ্বাস, পর্যায়কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত পাকভারতীয় লোকগল্পের সত্যিকার মূল্য বিচার সম্ভব নয়। স্বীকার্য যে পাক ভারত বিশ্বের লোকগল্পের মাতৃভূমি না হলেও সারা বিশ্বের লোক গল্পের সমৃদ্ধতম অঞ্চল, একথাও স্বীকার্য যে এশিয়ার অন্যান্য দেশের ইউরোপের ও আফ্রিকার লোক কাহিনীগুলোর ওপর পাকভারতীয় লোক কাহিনীর প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু শুধু সেই গর্বে বক্ষ ফুলিয়ে বাগাড়-ম্বরতা দেখালেই চলবে না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই কাহিনীগুলোর আভ্য-ন্তরীণ উপাদান বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং এই সমস্ত উপাদানের মূল্য তুলনামূলক আলোচনায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধ এমনি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা দরকার, এ জাতীয় আলোচনার জন্য যে ব্যাপক মাল মশলার প্রয়োজন তা প্রবন্ধ লেখকের

হাতে নেই। তার নিজস্ব সংগৃহীত ভাণ্ডার ও ইংরেজীতে অনুদিত পাক-ভারতীয় লোক গল্পগুলোই তার সম্বল। প্রধান প্রধান পাকভারতীয় ভাষায় সংগৃহীত গল্পগুলো অবলম্বন করতে পারলে বর্তমান আলোচনা সর্বাংগসুন্দর হোত। কিন্তু সে সুযোগ ও সামর্থ্য যে এখন প্রায় অসম্ভব একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্যি আলোচ্য প্রবন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস যে পাকভারতীয় সমস্ত দেশ ও ভাষায় মোটামুটি প্রতিনিধিস্থানীয় কাহিনী এ আলোচনায় মিলবে। তাছাড়া আলোচ্য পর্যায়ের গল্পগুলোর এ-যাবৎ সংগৃহীত প্রায় সমস্ত পাঠান্তরেরই তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধে বিদ্যমান। অধিকন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে এই কাহিনীর পাঠান্তর আছে কিনা তাও বর্তমান আলোচনায় সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে, যা এই জাতীয় আলোচনার গৌরব বৃদ্ধি করবার কথা। অবশ্যি তুলনামূলক আলোচনা যে সর্বত্র সুশৃঙ্খল হয়েছে একথা বলবার ধৃষ্টতা প্রবন্ধ লেখকের নেই, তবে আলোচনা তথ্য নির্ভর, পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিভিত্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

॥ লোভ ও লোভীর শাস্তি পর্যায়ের পাকভারতীয় গল্প ॥

মোট তিরিশটি ইংরেজীতে অনুদিত পাকভারতীয় লোকগল্প সংগ্রহ (গ্রন্থ) থেকে আলোচ্য পর্যায়ের বিশটি গল্পান্তর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া প্রবন্ধ লেখকের সংগ্রহের সংখ্যাও আটটি, এবং এর সবগুলোই পূর্বপাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চল থেকে। গল্পটি দুই জানোয়ার সম্পর্কে যারা পরস্পর বন্ধু (প্রধান চরিত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ ১নং টেবিলে দ্রষ্টব্য)। দুই বন্ধু মিলে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে। বৃহৎ জানোয়ারটি ক্ষুদ্র জানোয়ার বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত খাদ্যই নিজে খায়। কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও বৃহৎ জানোয়ারের বন্ধু বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক বড়। সুতরাং সে এই লোভী ভিলেনকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে। এই হোল গল্পের মোটামুটি কাঠামো কিন্তু এই স্বল্প-পরিসর কাঠামোর মধ্যেও ব্যাপক পাঠান্তর বিদ্যমান। (ক) কি উপায়ে খাদ্য সংগৃহীত হয়, (খ) কি উপায়ে ভিলেন তার বন্ধুকে ফাঁকি

দেয় এবং (গ) কি ভাবে বন্ধু তার প্রতিশোধ নেয়—এই তিনটিই গল্পের মূল বিষয়-বস্তু। কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাঠান্তর লক্ষ্যণীয়। প্রথম অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

॥ ক—খাদ্য অর্জন ॥

আটাশটি গল্পের মধ্যে পনেরটি গল্পের আরম্ভ ভিলেন ও গল্পের নায়ক (ভিলেনের বন্ধু) কর্তৃক খাদ্যবাহককে ভান করে সাধু সেজে ঠকিয়ে খাদ্য অর্জনের কাহিনী দিয়ে (২ নং টেবিল দ্রষ্টব্য)। এই পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মটিফ-গুলো নিম্নরূপঃ কে ৩৪১, একজন মালিককে অন্যমনস্ক করে এবং অপরজন খাদ্য চুরি করে, কে ৩৪১.৫, মালিককে ভুলিয়ে একজন দৌড়ের পাল্লা দেয়, অপরজন খাদ্য চুরি করে, কে ৩৪১.৫.২ চখা, বক, খরগোস বা বেজী ঘায়েল হবার ভান করে, তাকে দেখে পথিক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক) খাদ্য পথের ধারে রেখে তাকে ধরতে যায়, এই ফাঁকে শৃগাল কিংবা বানর খাদ্য সরায় (বা খায়), কে ৩৪১.২৬, বাজ পাখী বা ঘুঘু দধি-বহনরতা বালিকাদের কাছে ধরা দেবার ভান করে, মেয়েরা তাকে ধরতে যায়, শৃগাল দধির ভাণ্ড খায় অথবা নিয়ে পালায়। আলোচ্য মটিফসিদ্ধ গল্পগুলোকে ভান-করে-ভুলিয়ে-কার্যসিদ্ধির পর্যায়ের বিভক্ত করা হয়েছে।

চারটি পাঠান্তরে (পূর্ব পাকিস্তান, আসাম ও বস্তার) যে কোন একজন সাথী খাদ্য অর্জন করে কিন্তু কি উপায়ে খাদ্য অর্জন করে তার উল্লেখ অনুপস্থিত। এই গল্পগুলোকে প্রাপ্ত-খাদ্য পর্যায়ে ফেলে বিচার করা হয়েছে।

অবশিষ্ট নয়টি পাঠান্তরে দুই বন্ধু একে অপরকে অর্জিত খাদ্যের অংশ দিতে রাজী হয় অথবা যে কোন উপায়ে নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকে (২নং টেবিল দ্রষ্টব্য)। এই গল্পগুলোকে মিলেমিশে-আহার পর্যায়ে ফেলে বিচার্য।

॥ খ—ভিলেন কর্তৃক তার সাহায্যকারী বন্ধু বঞ্চিত ॥

ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরনের পনেরটি কাহিনীর মধ্যে চারটিতে একে অপরকে যে অর্জিত খাদ্যাংশ দেবে একথা অনুল্লিখিত।

কিন্তু তবু দুজন যেভাবে খাদ্য অর্জনে একে অপরকে সাহায্য করে তা থেকে বুঝতে পারা যায় খাদ্য অর্জিত হবার পর তারা উভয়ে এক সাথেই আহার করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, খাওয়ার সময় ভিলেন তার দুর্বল বন্ধুকে ফাঁকি দেয় এবং সম্পূর্ণই নিজে উদরস্থ করে (৩নং টেবিল দ্রষ্টব্য)।

ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ জাতীয় গল্পের সাতটিতে ভিলেন গল্পের নায়ককে (ভিলেনের সঙ্গী বন্ধু) খাবার সময় দূরে খুঁজতে কিছু পাঠায় কিংবা গোসল করে পবিত্র হয়ে আসতে বলে। নায়ক দূরে গেলে ভিলেন খাদ্য উদরস্থ করে। মিলেমিশে আহার পর্যায়ের গল্পেরও এই একই অবস্থা।

ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ জাতীয় গল্পের অবশিষ্ট চারটিতে ভিলেন খাদ্য নিয়ে গাছে ওঠে এবং একাই আহার করে। তার সাথী বন্ধু গাছে উঠতে জানে না বলে অসহায়ের মত গাছের নীচে অবস্থান করে। প্রাপ্তখাদ্য পর্যায়ের গল্পগুলোতেও গাছে উঠে ফাঁকি দেবার রীতি বর্তমান। এই জাতীয় কাহিনীর অধিকাংশেই বানর অথবা নেউল অর্জিত এক ঝুড়ি কলা নিয়ে গাছে ওঠে, শৃগাল কিংবা খরগোস অসহায়ের মত গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে, বানর বা নেউল গাছ থেকে শৃগাল বা খরগোসের ওপর কলার ছালগুলো ফেলতে থাকে।

প্রাপ্তখাদ্য পর্যায়ের দুইটি গল্পে গাছের খাদ্য পাওয়া যায় এবং গাছেই ভিলেন কর্তৃক নায়ক বঞ্চিত হয় (লুশাই, বস্তার) মিলেমিশে আহার পর্যায়ের একটি গল্পে (আঙ্গামীনাগা, আসাম) ভিলেন সমস্ত খাদ্যই তার হাতে নেয় এবং গাছে উঠে বসে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুই পর্যায়ের গল্পে অপহৃত খাদ্য নিয়ে ভিলেন গাছে ওঠে অথবা গাছেই ফাঁকি দেয়। দুইটি পর্যায় থেকে মোট সাতটি গল্পের ফাঁকি দেবার এই পদ্ধতি লক্ষ্যযোগ্য।

মিলেমিশে আহার পর্যায়ের নয়টি গল্পের মধ্যে ছয়টিতে ভিলেন নায়ককে মাদক জাতীয় দ্রব্য খাওয়ায় এবং তাকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। নেশায়

থাকা কালে ভিলেন অর্জিতখাদ্য দ্রব্য খায় এবং কোন কোন গল্পে ভিলেন নায়ককে শক্ত আঘাত করে কিংবা গিলে ফেলে (সাঁওতাল ২, ৩, ৪, পাঞ্জাব) অবশিষ্ট তিনটি গল্পের একটিতে ভিলেন নায়ককে খাদ্যসহ গিলে ফেলে (সিমলা) এবং দুটোতে (সিংহল) ভিলেন নায়ককে খাবার প্রস্তুতের পর দূরে পাঠায় এবং সেই ফাঁকে খাদ্য খায়।

॥ গ—ভিলেনের শাস্তি ॥

গল্পগুলোর মধ্যে ভিলেনের শাস্তির ব্যাপারেই পাঠান্তর সবচেয়ে অধিক বিদ্যমান।

তেইশটি গল্পে প্রায় তেরো উপায়ের শাস্তি দেখা যায় (৪নং টেবিল দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ পর্যায়ের গল্পগুলোর পাঠে জনপ্রিয়তা অধিক। এই সব গল্পে নায়ক সাধুবাদ দিয়ে শাস্তিদাতাকে বাধ্য করে। কুকুরকে সাথে নিয়ে এসে লুক্কায়িত ভিলেনকে দেখিয়ে দেয়। কুকুর ভিলেনকে যথাযুক্ত শাস্তি দেয়। আটটি গল্পের বিষয়বস্তুতে এই উপাদান উপস্থিত (বান্নু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গণ্ড)।

সিংহলের দুটো ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ পর্যায়ের গল্পে ভিলেন নায়ককে দূরে পাঠিয়ে সেই অবসরে খাদ্য খেয়ে শুধু শেষই করে না নায়ক ফিরে এলে তাকে পবিত্র হবার জন্য শরীর ধৌতের আদেশ করে। নায়ক তখন নিজেকে পরিষ্কার করবার জন্য বিনা বাক্য ব্যয়ে চলে যায় এবং ফিরে এসে বলে ধোবা তাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করেছে। নায়কের পরিচ্ছন্নতায় ভিলেনের হিংসার উদ্রেক হয় এবং সে তখন ধোবার কাছে গিয়ে তাকে ধুয়ে দিতে অনুবোধ করে ধোবা ভিলেনকে পাথরের সাথে আছড়িয়ে ধোয় এবং ভিলেন শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

একটি সাঁওতাল গল্পে (ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ পর্যায়ের) নায়ক ভিলেনকে ফাঁকি দেয়ঃ প্রথমে লেজ হারিয়ে এসে বলে পিঁপড়ের পাহাড়ে সে ওটি জমা রেখে এসেছে; ভিলেন পিঁপড়ের গর্তে লেজের গোড়ালী রাখে এবং শাস্তি পায়। দ্বিতীয় বার নায়ক তাকে চালাকি করে মৌচাকের ধারে নিয়ে শাস্তি দেয়।

মিলেমিশে আহার পর্যায়ের একটি সাঁওতাল গল্পের ভিলেনকে নায়ক এভাবেই শাস্তি দেয় (সাঁওতাল নং ২)।

অযোধ্যাঞ্চলের একটি ভান করে বা সাধুবাদ দিয়ে ঠকিয়ে খাদ্য অপহরণ পর্যায়ের গল্পে নায়ক চতুরতার মাধ্যমে রাজার নিকট থেকে একটি পারিতোষিক লাভের ব্যবস্থা করে। ভিলেনও নায়ককে অনুসরণের চেষ্টা করে কিন্তু রাজাকে খুশী করতে ব্যর্থ হয়। ফলে শাস্তি ভোগ করে।

আলোচ্য তিনটি পর্যায় থেকেই মোট ছয়টি (কাচারী, আংগামী, আসামী, পূর্ব পাকিস্তানী ২টিঃ পাবনা ও রাজশাহী) গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলোতে নায়ক ভিলেনকে কোন মূল্যবান কিছু পাহারা দিচ্ছে বলে ঠকায়, কিন্তু আসলে এগুলো বিপদজনক জিনিষ, যেমন মৌচাক, সাপের গর্ত, বিষাক্ত গাছ, কিংবা কূপ বা জলাশয়। ভিলেন তখন মূল্যবান জিনিষের নিকট যাবার জন্য নায়ককে অনুরোধ করে। ফলে সে মৌমাছির হুলবিদ্ধ, সর্পাঘাতে আহত, গাছের বিষাক্ত প্রতাপে পীড়িত, বা ডোবায় নিমজ্জিত হয়।[৩]

আসামের লুসাইদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত একটি প্রাপ্ত-খাদ্য পর্যায়ের গল্পে নায়ক চালাকি করে ভিলেনকে একটি খালি ঝুড়িতে প্রবেশ করতে আগ্রহান্বিত করে তোলে। প্রবেশের পর সেটি বন্ধ করে পানিতে ফেলে দেয়া হয়।[৪] পূর্ব পাকিস্তানের আটটির মধ্যে একটিতে (পাবনা) এমন নিদর্শন আছে।

মিলে মিশে আহার পর্যায়ের একটি গল্পে (উড়িষ্যা) নায়ক ভিলেনের খাদ্য পরিষ্কারের অজুহাতে তাকে শাস্তি দেয়।

---

৩. K 1023. 1 Dupe allowed to guard King's drum ; it is a wasp nest ; K. 1023. 1. 1 Dupe allowed to guard king's girdle ; it is a snake which bites him ; K 1043, Dupe induced to eat sharp (stinging, bitter, poisonous) fruit ; K 1056 Dupe allowed to guard "King's litter" ; sticks in mud ; K 1078, Dupe sleeps on the 'kings' bed, falls into well beneath & dies.

৪. K 714. 4 Victim tricked into entering basket and K 814, over-curious dupe enters trickster's basket and is killed.

পশ্চিম বাংলা ও সাঁওতালদের (সাঁওতাল ২,৩) মধ্য থেকে সংগৃহীত মোট চারটি গল্পে নায়কের সন্তানেরা ভিলেনকে শাস্তি দেয়। সাঁওতালদের ছটো গল্পে নায়কের সন্তানেরা ভিলেনের বাড়ীতে লুক্কায়িত বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীর সহায়তা নেয় এবং তাদের সাহায্যে ভিলেনকে হত্যা করে।[৫] আলোচ্য লক্ষণ জাপানী গল্পেও বিশেষ জনপ্রিয়।

তিনটি গল্পে (পূর্ব পাকিস্তানঃ পাবনা, সিমলা ও সাঁওতাল[৪]) ভিলেন শুধু নায়ককে নয়, পথে যে তাকে বাধা দিতে পারে এমন সবাইকে আহার করে এবং পরে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে মৃত্যুবরণ করে (Motif F 911.3. 4 Frog eats a rat, a baker, a man and a house) পূর্ব পাকিস্তানের ও সিমলার এই পর্যায়ের গল্পে ভিলেনের পেট কেটে ফেলা হয় এবং নায়ক ও অন্যান্য সবাই তার পেট থেকে বেরিয়ে আসে (Motif F 913, victims rescued from Swallower's belly) সাঁওতাল গল্পটির ভিলেন নিজেকে অবিনশ্বর মনে করে এবং পরিণামে কণ্টকাকীর্ণ কোন কিছুর সাথে আটকে মারা পড়ে।

আটাশটি গল্পের ছটো গল্পে শাস্তি সম্পর্কে কোন কাহিনী নেই। ছটো পাঞ্জাবী গল্পের ভিলেন নায়ককে গিলে ফেলে এবং সেখানেই গল্প শেষ হয়। বস্তার অঞ্চলের একটি পাঠান্তরে নায়ক ভিলেনের খাদ্যের অংশের জন্য পাখী সেজে গাছে ওঠে এবং গাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে নীচে নামে কিন্তু ভিলেনকে শাস্তি দেয় না। ভিলেন বিনা বাধায় ঘটনাস্থল ত্যাগ করে এবং সেখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ পাক ভারতীয় আলোচ্য পর্যায়ের গল্পের সাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গল্পের সম্পর্ক ॥

অংশীদার বন্ধুকে খাদ্যের অংশ থেকে ফাঁকি দেওয়া ও ফাঁকিবাজের শাস্তিলাভ এই জাতীয় কাহিনী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অত্যন্ত জন-

৫. K 1161, Animals hidden in various parts of a house attack owner with their characteristic powers and kill him when he enters.

প্রিয়।[৬] একমাত্র জাপানেই এই গল্পের একশত তেতাল্লিশটি সংস্করণ সংগৃহীত হয়েছে। ফিলিপাইনে গল্পটির ১৫টি পাঠান্তর পাওয়া গিয়েছে।[৭] ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে এ গল্পের ত্রিশটি পাঠান্তর বর্তমান এমন উল্লেখ আছে[৮]।

পাক ভারতীয় লোক গল্পের বিভিন্ন সংগ্রহেও এই গল্পের ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে আভাস লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত সংগ্রাহক Hutton নাগাদের মধ্যে এই গল্পের প্রাচুর্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[৯] ফ্লোরা এনি ষ্টীলএর সংগৃহীত গ্রন্থের টীকায় বিখ্যাত লোক-সাহিত্য-রসিক টেম্পল এই গল্পটি যে পাঞ্জাবের সর্বত্র পরিচিত একথা জোরের সাথেই বলেছেন।[১০] এ ছাড়া পাক ভারতীয় লোক গল্পের সামগ্রিক আবহাওয়া থেকে একথা অনুমান করা চলে যে দক্ষিণ ভারতে না হলেও পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতে, পশ্চিম পাকিস্তানে, কাশ্মীরে এবং পূর্ব পাকিস্তানে গল্পটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস, এই সমস্ত এলাকার গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে এ গল্পের সংস্করণ ছড়িয়ে আছে এবং চেষ্টা করলে কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক পাঠান্তর সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রবন্ধ লেখকের ভারতীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বন্ধু আমেরিকা প্রবাসকালে প্রবন্ধ লেখককে তাঁদের অঞ্চলে ঐ গল্পের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত করেন।

অবশ্যি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও গল্পটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পঞ্চতন্ত্রে অবিকল এই আকৃতিতে গল্পটি পাওয়া না গেলেও কচ্ছপ, হরিণ, ইঁদুর ও কাকের গল্পের সাথে আলোচ্য গল্পের খাদ্য অর্জনের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখা যায়। কবি হেয়াত মামুদের কাব্যানুবাদে এ কাহিনী বিধৃত।[১১] ইংরেজী

---

৬. Seki, *Nihon Mukashi Banashi Shusi*, pp· 119-174

৭. R. J. Adams, *The Monkey's Greed Revenged* p. 3

৮. De Vries, *Volksverhalen Uit Oast Indie.* I, p, 377. এই গ্রন্থে তেইশটি গল্পের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া Dixon রচিত *The Mythology of all Races* (IX, p. 344) গ্রন্থে উক্ত অঞ্চলের সাতটি অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯. J. H. Hutton, *The Angami Nagas*, p. 278

১০. F. A. Steel & R. C. Temple. *Wide-Awake Stories*, p. 372

১১. ডক্টর মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত, কবি হেয়াত মামুদ, গ্রন্থবিভাগ, সর্বভেদবাণী কাব্য, পৃঃ ৩০-৩১।

গল্প সংগ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র Maive Stokes টীকায় এ কথা উল্লেখ করেছেন। ইঁদুর ও ব্যাংএর গল্প প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, "This, Mr. Tawney (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাথমিক অনুবাদকর্তা) tells me, is in the Hitopades."[১২] কিন্তু হিতোপদেশে গল্পটি আদৌ আছে কিনা, বর্তমান প্রবন্ধ লেখক সন্দেহ পোষণ করেন। তবে মূল পঞ্চতন্ত্রে অনুরূপ গল্পের শাখা আছে সন্দেহ নেই। ফিলিপাইন লোক গল্পের জনৈক সংগ্রাহক ও সমালোচক আলোচ্য গল্পের মূল যে বৌদ্ধ জাতকে আছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত। তিনি প্রসংগক্রমে কাশ্যপ জাতক নং ২৭৩, মহিষজাতক নং ২৭৮ এবং কপি জাতক নং ৪০৪ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন "All in all, the agreement in general outline and in some details between these Hindo stories and ours justifies us, I believe, in assuming without hesitation that our stories are descended directly from Budhistic fables, possibly these very Jatakas."[১৩] এই উক্তির সাথে একমত হয়েও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত যে যেমন পাক ভারতীয় তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশীয় লোকগল্পের উৎস বহুমুখী। জাতক নিঃসন্দেহে পাক-ভারতীয় লোক গল্পগুলোকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লোকগল্পাঞ্চলে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালের সীমান্ত জাতিরাও পাকভারতীয় অঞ্চল থেকে এই সমস্ত এলাকায় বসতি স্থাপনের ফলে লোক গল্পগুলো তাদের সাথে সাথে ভ্রমণ করেছে। পাক ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ঐতিহ্যের বহুল সাদৃশ্য একথার প্রমাণ করে। অবশ্যি এই তুলনামূলক আলোচনায় দেশগুলোর বিভিন্ন অঞ্চলের অসভ্য বা অর্ধ সভ্য জাতিদের লোক জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটি ব্যাপক গবেষণা-স্বাপেক্ষ।

অবশ্যি আলোচ্য গল্পের সংস্করণ যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমস্ত দেশেই কমবেশী পাওয়া যাবে এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক নিশ্চিত। প্রদত্ত মানচিত্র থেকে প্রমাণিত হয় পাক ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলের দিকে ক্রমেই

---

১২. M. Stokes. *Indian Fairy Tales,* p. 255

১৩. D. S, Fansler. *Filipino Popular Tales,* Tales, PP. 371-373.

গল্পটি বিভিন্ন পাঠান্তর নিয়ে শাখা বিস্তার করেছে। বার্মায় এ গল্পের অনেকগুলো সাদৃশ্য প্রাণীবাচক গল্পে বিদ্যমান।[১৪] সুতরাং এ ধারণা করা বোধ করি অবান্তর নয় যে পাক ভারতের পূর্বাঞ্চলের মতই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও এ গল্প ক্রমে ক্রমে ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জাপানে, ফিলিপাইনে, ইন্দোনেশীয় অঞ্চলে এ গল্পের অনেকগুলো সংস্করণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। চীনের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে, ইন্দোচীনে ও মালয় অঞ্চলে এ গল্পের বেশ কিছু সংখ্যক পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস[১৫]। সুতরাং এই একটি মাত্র পাক ভারতীয় লোক গল্পের ব্যাপক তুলনামূলক গবেষণা যে সম্ভব, উপরোক্ত তথ্য তা প্রমাণ করে। এ সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। পাক ভারতীয় লোক গল্পের নিদর্শন উল্লিখিত (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) ইংরেজী অনুবাদগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে ইংরেজীতে এমন সংগ্রহ খুব কম প্রকাশ পেয়েছে (প্রকাশিত প্রায় সবগুলোই প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করেছেন) এমন কি জাপান ছাড়া ঐ দেশগুলোর নিজ নিজ ভাষায়ও সংগ্রহের সংখ্যা খুব অল্প। এমতাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ঐ সব এলাকাগুলোতে ঘুরে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আনন্দের কথা প্রবন্ধ লেখকের বিশিষ্ট আমেরিকান বন্ধু (যাঁর জাপানী স্ত্রী) রবার্টস আডম এই গল্পকে কেন্দ্র করে অনুরূপ একটি গবেষণার পরিকল্পনা করেছেন। জানিনা সে পরিকল্পনা বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে। যে পর্যায়েই থাকুক, তাঁর সাফল্য কামনা করি।

সার সংগ্রহ

পাক ভারতীয় লোক গল্পের একটিমাত্র গল্প অবলম্বনে তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গল্পটির বিচিত্র পাঠান্তর আছে এবং কোন কোন পাঠান্তরের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য খুবই ব্যাপক। পাক ভারতীয়

---

১৪. Maung Htin Aung. *Burmese Folktales*, Oxford U. Press, Calcutta, 1948-Part-I.

১৫. R. B. Dixon. *Mythology of All Races*, Vol. IX, P. 345.

লোক গল্প সম্পর্কে বলা হয় "It is the characteristic of Indian Tales that motifs combine fall away, are replaced and recombined with great freedom,"

একথা আলোচ্য গল্পটি সম্পর্কেও আংশিক সত্য। যদিও গল্পটি থাকে বলে Tale Type এবং যদিও গল্পটিতে মটিফ এর সংখ্যা খুব বেশী নেই, তবু একটি মটিফ এর সাথে আরেকটি মটিফ এমনভাবে জড়িয়ে পাকিয়ে আছে যা সুস্পষ্ট-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা সহজ সাধ্য নয়। ফলে সমগ্র গল্পটির তুলনামূলক আলোচনা জটিল হতে বাধ্য। গল্পটির বেশভূষা বাইরের দিক থেকে সাধারণ মনে হলেও সমগ্র এশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেশগুলোতে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এ-জাতীয় আলোচনাকে ব্যাপক পরিসর ও গবেষণা নির্ভর করে তুলেছে।

১ নং টেবিল

॥ গল্পের প্রধান চরিত্র ॥

ক : ভিলেন (শক্তিশালী বড় প্রাণী, ফাঁকিবাজ)।

শৃগাল : পশ্চিম পাকিস্তান পাঠানাঞ্চল, পাঞ্জাব ১, ২ ; ভারত : সাঁওতাল ১, ২, ৩, ৪, পশ্চিম বাংলা ; সিংহল, পূর্ব পাকিস্তান।

বানর : ভারত : অযোধ্যা, লুসাই, কাচারী, আংগামী ও অন্যান্য আসামাঞ্চল ; পূর্ব পাকিস্তান ।

ব্যাং : সিমলা

খেঁক শিয়াল : কাশ্মীর ; ভারত : গণ্ড এলাকা।

বাঘ : ভারত : উড়িষ্যা ।

মানুষ : ভারত : বস্তার অঞ্চল

খ : নায়ক (Hero : ভিলেনের সাহায্যকারী বন্ধু)।

খরগোস: ভারত: অযোধ্যা, কাচারী, সাঁওতাল ১; সিংহল, পূর্ব পাকিস্তান। পাখী: পশ্চিম পাকিস্তান: পাঠনাঞ্চল, পাঞ্জাব ১।

বক অথবা চখা: পশ্চিম পাকিস্তান: পাঠানাঞ্চল, পাঞ্জাব ১; ভারত: গণ্ড; পূর্ব পাকিস্তান।

বাজপাখী: কাশ্মীর

বুনো মুরগী: পশ্চিম পাকিস্তান: পাঞ্জাব ২।

মুরগী: ভারত: সাঁওতাল ২, ৩।

বনপাখী: ভারত: সাঁওতাল ৪।

বেজী: পূর্ব পাকিস্তান।

ইঁদুর, ভারত: সিমলা।

কচ্ছপ: লুসাই (ভারত)।

শৃগাল: আংগামী নাগা (ভারত); পূর্ব পাকিস্তান

বিড়াল: পূর্ব পাকিস্তান।

খেকশিয়াল: ভারত: আসাম।

বানর: ভারত: উড়িষ্যা।

ছাগল: মধ্যভারত।

স্ত্রী: ভারত: বস্তার অঞ্চল।

২ নং টেবিল

খাদ্য অর্জন

ক: ভান করে অথবা সাধুবাদ দিয়ে মালিককে ভুলিয়ে খাদ্য অপহরণ:
পশ্চিম পাকিস্তান: পাঠানাঞ্চল, পাঞ্জাব ১।

ভারত: গণ্ড, অযোধ্যা, সাঁওতাল; পূর্ব পাকিস্তান।

খ : **প্রাপ্ত খাদ্য বা অপহৃত খাদ্য :**

ভারত : বস্তার অঞ্চল, আসাম, লুসাই ; পূর্ব পাকিস্তান।

গ : মিলেমিশে আহার প্রস্তুত অথবা সবাই নিজের খাদ্যাংশ দিয়ে উন্নত খাদ্য প্রস্তুত করে :

পশ্চিম পাকিস্তান : পাঞ্জাব ২, ভারত : সিমলা, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, সাঁওতাল, ২, ৩, ৪ ; পূর্ব পাকিস্তান।

৩নং টেবিল

ভিলেন কর্তৃক নায়ক প্রবঞ্চিত

ক : সাধু সেজে ভিলেন নায়ক কর্তৃক অর্জিত খাদ্যের অংশ গ্রহণ না করার ভান করে, অথবা খাদ্যে বন্ধুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যেই সাধু সেজে খাদ্য গ্রহণ করে না : পঃ পাকিস্তান পাঠান অঞ্চল, পাঞ্জাব ১ ; ভারত : গণ্ড।

খ : নায়কের অনুপস্থিতিতে ভিলেন খাদ্য আহার করে : সিংহল, ভারত : সিমলা, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, সাঁওতাল ১ ; পূর্ব পাকিস্তান।

গ : ভিলেন গাছে খাদ্য আহার করে : ভারত : অযোধ্যা, বস্তার অঞ্চল, আসাম, কাচারী, লুসাই, আংগামী ; পূঃ পাকিস্তান।

ঘ : ভিলেন নায়ককে আহার করে : পশ্চিম পাকিস্তান, পাঞ্জাব ২ ; ভারত : সাঁওতাল ২, ৩, ৪ ; পূর্ব পাকিস্তান।

৪নং টেবিল

ভিলেনের শাস্তি

ক : ভিলেনকে নায়ক কাঁদতে উপদেশ দেয় এবং/অথবা নায়ক শাস্তি-দাতাকে সাধুবাদে ভিলেন যেখানে আছে দেখিয়ে দেয় : পঃ পাকিস্তান : পাঠান অঞ্চল, পাঞ্জাব ১ ; কাশ্মীর ; ভারত : গণ্ড ; পূঃ পাকিস্তান।

খ: ভিলেন নায়ককে পরিষ্কার হতে বলে, নায়ক নিজেকে পরিষ্কার করে, ভিলেন তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে শাস্তি পায়: সিংহল ১, ২।

গ: নায়ক ভিলেনকে লেজ হারানোর পদ্ধতি শেখায়: ভিলেন পিঁপড়ে বা মৌমাছির কামড়ে জর্জরিত হয়: ভারত: সাঁওতাল।

ঘ: নায়ক রাজার নিকট পুরষ্কার পায়, ভিলেন অনুসরণ করতে গিয়ে শাস্তি পায়: ভারত: অযোধ্যা।

ঙ: নায়ক কণ্টকাকীর্ণ গাছের মধ্যে লুকায় এবং ভিলেনকে সেই গাছ সুস্বাদু বলে আহারের প্রলোভন দেয়, ভিলেন শাস্তি পায়: ভারত আসাম, কাচারী, আংগামী নাগা।

(চ) ভিলেনের ঝুড়ি বা বাক্‌সে আশ্রয়, ফলে শাস্তি পায়: ভারত: লুসাই ; পূঃ পাকিস্তান।

(ছ) নায়ক ভিলেনের খাদ্যে ময়লা দেয়: ভারত: উড়িষ্যা।

(জ) নায়কের সন্তানগণ ভিলেনকে শাস্তি দেয়: ভারত: মধ্যভারত সাঁওতাল ২,৩।

(ঝ): ভিলেন নায়ক,ও অন্যান্যকে খায়, তার পেট ফাটে অথবা কাটা হয় তখন সবাই বেরিয়ে আসে: ভারত: সিমলা, সাঁওতাল ৪ পূঃ পাকিস্তান।

(ঞ): বাঘকে শৃগাল বর সাজায় এবং লোকেদের লাঠির আঘাতে বাঘ মরে: পূর্ব পাকিস্তান।

(ট) নায়ক বিপজ্জনক কিছু পাহারা দেয়, ভিলেন জিজ্ঞেস করলে রাজার দ্রব্য পাহারারত বলে উল্লেখ করলে ভিলেন পরখ করে এবং শাস্তি পায় বা মরে।

ভারত: কাচারী, আংগামী, আসাম: পূর্ব পাকিস্তান।

(ঠ) : শান্তির অভাব :

পশ্চিম পাকিস্তান ; ভারত : বন্তার অঞ্চল।

পরিশিষ্ট

(ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে পাকভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তার দেখান হয়েছে।)

দ্রষ্টব্য : গ্রন্থ সমূহের সম্পাদক বা লেখকের শেষ নাম মাত্র উল্লিখিত হোল। গ্রন্থপঞ্জীতে উক্ত গ্রন্থসমূহের যথার্থ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

॥ গল্পারম্ভ ॥

পশ্চিম পাকিস্তান : পঠান অঞ্চল, বান্নু সীমান্ত, থোরবার্ন (Thorburn), পৃঃ ২২০—২২১।

চখা এবং শৃগাল

চখা এবং শৃগাল এর মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। একদা শৃগাল চখাকে এমন কিছু করতে অনুরোধ করে যাতে শৃগাল হাসতে পারে। চখা চারজন কৃষক পথিকের একজনের মাথায় আগুন ফেলে দেয়। পথিক চখাকে আঘাত করে। তখন চখা লাফ দিয়ে আরেকজনের মাথায় যায় এবং ফলে আঘাতকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এমনি করে চারজন পথিকই পরস্পরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং ঝগড়া শুরু করে। শৃগাল হাসে।

শৃগাল চখাকে একদিন খাবার নিমন্ত্রণে আহ্বান করতে অনুরোধ করে। চখা একদিন একটি বালককে মাঠে কর্মরত তার পিতার জন্য দুধ ও রুটি মাথায় করে নিয়ে যেতে দেখে এবং তার সামনে যেয়ে আহতের মতো পড়ে থাকে ও পাখা ঝাপটায়। ছেলেটি মাথা থেকে দুধরুটি নামিয়ে চখাকে ধরতে যায়। শৃগাল দুধরুটি সবটুকু খেয়ে ফেলে।

কিছুক্ষণ পর চখার নির্লজ্জ বন্ধু শৃগাল চখাকে এমন কিছু করতে অনুরোধ করে যাতে সে কাঁদে। চখার আত্মসম্মান আহত হয় কেননা শৃগাল তার সাথে বন্ধুর ন্যায় আচরণ না করে তাকে চাকরের ন্যায় ব্যবহার করছে। সে তখন প্রতিশোধের শপথ নেয়। সে একটি কুকুরকে পথে দেখে তাকে সাধুবাদ দিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসে এবং পেটপুরে দুধরুটি খেয়ে ঘুমন্ত শৃগালকে দেখিয়ে দেয়। শৃগাল কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালায়।

পশ্চিম পাকিস্তান : পাঞ্জাব—১। ষ্টীল ও টেম্প্‌ল, পৃ : ১৮৪—১৮৮।

শৃগাল এবং চখা

শৃগাল ও চখার মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। দুজন চিরন্তন বন্ধুত্বের শপথ নেয়। কিন্তু তবু শৃগাল হিংসুটে ও বন্ধুত্বে উদাসীন থাকে। শৃগাল চখাকে হাসাতে, দাওয়াৎ দিতে, কাঁদাতে এবং প্রাণে বাঁচাতে অনুরোধ করে।

চখা পথিকের মাথায় আগুন ফেলে, পথিকের অপর সঙ্গীরা চখার দিকে জুতো ও পাগড়ী ছুড়ে মাড়ে, পরস্পর ঝগড়া করে এবং শৃগাল হাসে।

চখা মাঠে কর্মরত স্বামীর জন্য খাদ্য বহনরতা স্ত্রীলোকের সামনে মরার ভান করে, স্ত্রীলোক খাদ্য রেখে তাকে ধরতে যায়, শৃগাল খাদ্য অপহরণ ও আহার করে।

চখা একপাল কুকুরকে প্রলোভন দিয়ে ঘুমন্ত শৃগালের নিকট নিয়ে আসে। শৃগাল কুকুরের কামড়ে অর্ধমৃত হয়, কাঁদে

অর্ধমৃত শৃগালকে বাঁচানোর জন্য চখা কুমীরকে পিঠে করে নদীর অপর পারে নেবার অনুরোধ করে। মাঝ নদীতে কুমীর শৃগাল ও চখার যকৃত খাবার প্রস্তাব করতে চখা বলে সে নিজে উড়তে পারে সুতরাং তাকে খাওয়া সম্ভব নয়, অন্যদিকে শৃগাল যকৃত (অথবা জীবন) নদীর অপর পারে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। পরিণামে শৃগাল চখাকে ত্যাগ করে কেননা শৃগালের জন্য সে অতি বেশী চালাক।

পশ্চিম পাকিস্তান: পাঞ্জাব ২। ষ্টীল ও টেম্পল। পৃঃ ২০৭—২০৮

শৃগাল এবং বুনো মুরগীঃ

শৃগাল ও বুনো মুরগীর মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। আহারের জন্য বুনো মুরগীর ছিল কিছু খেজুর এবং শৃগালের ছিল একটি ছাগল ছানা। উভয়ে উভয়কে খাবারের অংশ দিতে প্রতিশ্রুত হয়। বুনো মুরগী খেজুরের বীজ বোনে গাছ হয়, খেজুর ধরে। শৃগাল ছাগল ছানার হাড় বোনে, গাছ হয় না। বুনো মুরগীর খেজুর গাছে শৃগাল যদৃচ্ছা যায় এবং খেজুর খায়। বুনো মুরগী শৃগালকে ফাঁকিবাজ বলে এবং হাড়ে খুব একখানা গাছ গজিয়েছে বলে ঠাট্টা করে। শৃগাল রাগ করে বুনো মুরগীকে গিলে ফেলে।

কাশ্মীরঃ লীটনার (Leitner) পৃঃ ৫—৭।

বাজপাখী এবং শৃগালঃ

শৃগাল ও বাজপাখীর মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। শৃগাল বাজপাখীকে এমন কিছু করতে বলে যাতে সে হাসে। বাজ পাখী একজন লোক ও তার স্ত্রীকে বিরক্ত করে শৃগালের হাসির ব্যবস্থা করে। পরে শৃগাল বাজপাখীকে কিছু খাওয়াতে অনুরোধ করে। বাজপাখী একজন স্ত্রীলোককে অন্যমনস্ক করে। শৃগাল স্ত্রীলোকটির খাদ্য অপহরণ করে।

শৃগাল বাজ পাখীকে এমন কিছু করতে বলে যাতে শৃগাল কাঁদে। বাজ পাখী একপাল কুকুরকে ডাকে, কুকুর এলে বাজপাখী শৃগালকে একটি উঁচু স্থান লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে পালাতে বলে যা করতে যেয়ে শৃগালের পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। উত্থানশক্তি রহিত শৃগাল বাজপাখীকে তার মুখের ময়লা পরিষ্কার করে দিতে বলে। বাজপাখী শৃগালের মুখে ঠোঁট দিয়ে পরিষ্কার করবার সময় শৃগাল তাকে খাওয়ার চেষ্টা করে। বাজপাখী শৃগালকে তার নাম কি জিজ্ঞেস করে। নাম বলাতেই বাজ পাখী পালায়। শৃগাল অসহায় অবস্থায় মরে।

ভারত: অযোধ্যা—উত্তরভারতের যুক্ত প্রদেশাঞ্চল। ক্রুক (Crooke) পৃ: ৮—১৫ খরগোস এবং বানর:

খরগোস ও বানর একজন মানুষকে এক গাদা খাদ্যসহ দেখে। বানর খরগোসকে মানুষটির সামনে বসতে উপদেশ দেয়। মানুষটি খাদ্য রেখে খরগোসকে ধরতে যায়। বানর খাদ্য নিয়ে গাছের মাথায় ওঠে ও সবই খেয়ে ফেলে। খরগোস বানরকে গালি দেয়, বানর খরগোসকে গাছে নিয়ে যায় এবং দেখায় যে খাদ্য নেই। খরগোসকে গাছে রেখে বানর পালায়। বহু জানোয়ারকে অনুরোধ করার পর অবশেষে গণ্ডার খরগোসকে তার পিঠের ওপর লাফ দিয়ে নামতে দিতে রাজি হয়। ফলে গণ্ডার মরে যায়। খরগোস রাজার বাড়ীতে চলে যায় এবং রাজসিংহাসনের নীচে বসে হাঁচি দেয়। ক্রোধান্বিত রাজা খরগোসকে মারতে আদেশ করে। খরগোস মৃত গণ্ডার দেখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি করে। মৃত গণ্ডার দেখিয়ে সে রাজার নিকট থেকে কাপড় ও ঘোড়া উপহার পায়। বানর অনুরূপ উপহার পাবার বাসনা জানায়। খরগোস বানরকে রাজসিংহাসনের নীচে গিয়ে হাঁচি দিতে উপদেশ দেয়। অনুরূপ করতে গিয়ে বানর ধৃত হয় এবং রাজাদেশে ফাঁসিতে মরে।

ভারত: সিমলা। ষ্টোক্‌স (Stokes) পৃ: ২৪—২৬।

সর্বগ্রাসী ব্যাং:

ইঁদুর ও ব্যাংএর বন্ধুত্ব জন্মে। ইঁদুর ব্যাংকে খড়ি সংগ্রহ করতে বলে আর সে নিজে সংগ্রহ করে ময়দা ও দুধ। ইঁদুর খুব সুন্দর করে রান্না করে। ব্যাংকে খাবার দিতে বলে ইঁদুর গোসল করতে যায়। ব্যাং সমস্ত খাদ্য খেয়ে পালায়। ইঁদুর দৌড়ে ব্যাংএর সামনে যায় এবং খাবার নেই কেন জিজ্ঞেস করে। ব্যাং বলে একটি কুকুর এসে সব খেয়ে ফেলেছে। ইঁদুর আবার খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এবারেও অনুরূপ ঘটে। তৃতীয় বারেও তাই হয়, কিন্তু ব্যাং স্বীকার করে যে কুকুর নয়, সে নিজেই খেয়েছে। এই বলে সে ইঁদুরকে খেয়ে ফেলে এবং রাস্তায় একজন পাঁওরুটি প্রস্তুতকারক, লেবু-ওয়ালা, একটি ঘোড়া ও সহিসকেও গিলে ফেলে। একজন নাপিত ব্যাংকে কামিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। ব্যাং রাজী হয়। নাপিত ব্যাংএর পেটে

খুর বসিয়ে কেটে ফেলে। ভুক্ত প্রাণীরা তখন লাফিয়ে বাইরে চলে আসে।

ভারত : গণ্ড। সেংগুদা, নাগুলা ও পারিপার্শ্বিক জেলা এলাকা। এলউইন, (Elwin, *Mahakoshal*) মাহাকোশাল, পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮।

শৃগাল ও চখা :

শৃগাল ও চখাতে বন্ধুত্ব জন্মে। শৃগাল চখাকে কিছু দই সংগ্রহ করতে বলে। চখা রাস্তার ধারে লুকোচুরি খেলতে থাকে। দই মাথায় তিনটি বালিকা দই রেখে চখাকে ধরতে যায়। শৃগাল দই খায়।

শৃগাল চখাকে হাসির উদ্রেক হয় এমন কিছু করতে বলে। চখা তিনজন সন্ন্যাসীর একজনের মাথায় বসে, অন্যজন চখাকে ধরতে গিয়ে সাথী সন্ন্যাসীর গায়ের ওপর পড়ে, তিনজনের ঝগড়া বাধে, শৃগাল হাসে।

শৃগাল চখাকে কান্নার উদ্রেক হয় এমন কাজ করতে বলে। চখা শৃগালকে ঝোপের মধ্যে পালাতে বলে, আর গ্রামবাসীদের ঝোপে আগুন দিতে প্রলোভন দেয়। শৃগালের শরীরের খানিকটা পুড়ে যায় এবং আশ্রয়ের জন্য দৌড়ে গিয়ে একজন গণ্ডের (অর্ধসভ্য উপজাতি) বাড়ীতে ওঠে। সেখানে দুটো কুকুর ও একটি শকুনকে ঘুমন্ত দেখে শকুনটিকে খেয়ে ফেলে। চখা শৃগালকে শকুনের ঘোড়া দুটোকেও (কুকুরদ্বয়) খেয়ে ফেলতে উপদেশ দেয় যা পালন করতে গিয়ে শৃগাল মরে।

ভারত ঃ বাস্তার অঞ্চল ঃ মুরিয়া উপজাতি এলাকা ঃ **এলউইন, মাহাকোশাল,** পৃ ৪৭১।

নাহারী পাখী ঃ

একজন নাহার তার স্ত্রীসহ বনে শিকারে যায়। নাহার মৌচাক দেখে মই লাগিয়ে গাছে ওঠে এবং মধু পান করে। স্ত্রী নীচে থেকে মধু চায়, স্বামী তাকে গাছে উঠে যেতে বলে। গাছে উঠে মধু পানের সময় স্বামী নীচে নেমে আসে এবং মই সরিয়ে নিয়ে বাড়ী চলে যায়। স্ত্রী নামতে না পেরে দুই দিন যাবৎ চীৎকার করতে থাকে। মহাপুরুষ তার ক্রন্দন শুনে

কাছে আসে এবং পাখা গজানোর আশীর্বাদ করে। স্ত্রীলোকটি নাহারী পাখী হয়ে যায়।

ভারত: উড়িষ্যা: পাহাড়ী সেওরা, পোট্টা উপজাতি, কোরাপুট জেলা এলাকা এলউইন, উড়িষ্যা (*Tribal Myths of Orissa*) পৃ: ৩৯৫—৩৯৬।

বাঘ ও বানর:

একটি বাঘ ও বানরের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে এবং উভয়ে একত্র বাস করে। বাঘ প্রাণীদের মেরে আনতো, বানর আনতো ফল ও মধু। বাঘ বিয়ে করে অন্যত্র বাস করে। একদিন সে বানরের মধু গাছের মধ্যে লুকায়। বানর গোছল করতে গেলে বাঘ ও তার স্ত্রী সবটা মধু পান করে। বানর মনে মনে প্রতিশোধের প্রতীক্ষা করে।

বাঘ প্রাণীদের মেরে যকৃত নিয়ে আসে। বাঘ ও বাঘিনী গোসল করতে গেলে বানর যকৃতের বেশী অংশ খেয়ে ফেলে এবং ভুক্তবশিষ্টটুকুর ওপর গড়াগড়ি করে ময়লা করে রাখে। এতে তার সমস্ত শরীরে রক্ত লাগে। ঠিক এই মুহূর্তে বাঘ ও বাঘিনী এসে পড়ে। বাঘ বানরকে আক্রমণ করে। বানর পালিয়ে গায়ের রক্ত গাছের সাথে মুছতে চেষ্টা করে। সবটা মুছলেও লেজের নীচে রক্ত থেকে যায়। সেজন্য বানরের পেছনে লাল।

ভারত: সাঁওতাল ১। বোডিং (Bodding) ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৭—২১৭

শৃগাল এবং খরগোস:

শৃগাল ও খরগোস বন্ধু হয় এবং সারাজীবনের জন্য বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা নেয়। তারা চাউলের জাউ প্রস্তুতের পরিকল্পনা করে। খরগোস রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, চাউলওয়ালা বস্তা নামিয়ে খরগোসকে ধরতে যায়। শৃগাল চাউল সরিয়ে ফেলে। এই একই উপায়ে তারা দুধ, আগুন খড়ি ও পাতার থালা অর্জন করে। এরপর দুজনে মিলে পুডিং তৈরী করে। পাক শেষ হলে দুজন গোসল করতে যায়, শৃগাল শীঘ্র গোসল করে, খরগোস সময় নেয়। ইত্যবসরে শৃগাল প্রায় সবটুকু পুডিং খেয়ে ফেলে এবং অবশিষ্টটুকু ময়লা করে দেয়। খরগোস ক্রোধে শৃগালের পাছা ভেঙ্গে তাড়িয়ে দেয়।

খুর বসিয়ে কেটে ফেলে। ভুক্ত প্রাণীরা তখন লাফিয়ে বাইরে চলে আসে।

ভারত : গণ্ড। সেংগুদা, নাগুলা ও পারিপার্শ্বিক জেলা এলাকা। এলউইন, (Elwin, *Mahakoshal*) মাহাকোশাল, পৃঃ ৪৬৭-৪৬৮।

শৃগাল ও চখা :

শৃগাল ও চখাতে বন্ধুত্ব জন্মে। শৃগাল চখাকে কিছু দই সংগ্রহ করতে বলে। চখা রাস্তার ধারে লুকোচুরি খেলতে থাকে। দই মাথায় তিনটি বালিকা দই রেখে চখাকে ধরতে যায়। শৃগাল দই খায়।

শৃগাল চখাকে হাসির উদ্রেক হয় এমন কিছু করতে বলে। চখা তিনজন সন্ন্যাসীর একজনের মাথায় বসে, অন্যজন চখাকে ধরতে গিয়ে সাথী সন্ন্যাসীর গায়ের ওপর পড়ে, তিনজনের ঝগড়া বাধে, শৃগাল হাসে।

শৃগাল চখাকে কান্নার উদ্রেক হয় এমন কাজ করতে বলে। চখা শৃগালকে ঝোপের মধ্যে পালাতে বলে, আর গ্রামবাসীদের ঝোপে আগুন দিতে প্রলোভন দেয়। শৃগালের শরীরের খানিকটা পুড়ে যায় এবং আশ্রয়ের জন্য দৌড়ে গিয়ে একজন গণ্ডের (অর্ধসভ্য উপজাতি) বাড়ীতে ওঠে। সেখানে দুটো কুকুর ও একটি শকুনকে ঘুমন্ত দেখে শকুনটিকে খেয়ে ফেলে। চখা শৃগালকে শকুনের ঘোড়া দুটোকেও (কুকুরদ্বয়) খেয়ে ফেলতে উপদেশ দেয় যা পালন করতে গিয়ে শৃগাল মরে।

ভারত : বাস্তার অঞ্চল : মুরিয়া উপজাতি এলাকা : এলউইন, মাহাকোশাল, পৃ ৪৭১।

নাহারী পাখী :

একজন নাহার তার স্ত্রীসহ বনে শিকারে যায়। নাহার মৌচাক দেখে মই লাগিয়ে গাছে ওঠে এবং মধু পান করে। স্ত্রী নীচে থেকে মধু চায়, স্বামী তাকে গাছে উঠে যেতে বলে। গাছে উঠে মধু পানের সময় স্বামী নীচে নেমে আসে এবং মই সরিয়ে নিয়ে বাড়ী চলে যায়। স্ত্রী নামতে না পেরে দুই দিন যাবৎ চীৎকার করতে থাকে। মহাপুরুষ তার ক্রন্দন শুনে

কাছে আসে এবং পাখা গজানোর আশীর্বাদ করে। স্ত্রীলোকটি নাহারী পাখী হয়ে যায়।

ভারত: উড়িষ্যা: পাহাড়ী সেওরা, পোট্রা উপজাতি, কোরাপুট জেলা এলাকা এলউইন, উড়িষ্যা (*Tribal Myths of Orissa*) পৃ: ৩৯৫—৩৯৬।

বাঘ ও বানর:

একটি বাঘ ও বানরের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে এবং উভয়ে একত্র বাস করে। বাঘ প্রাণীদের মেরে আনতো, বানর আনতো ফল ও মধু। বাঘ বিয়ে করে অন্যত্র বাস করে। একদিন সে বানরের মধু গাছের মধ্যে লুকায়। বানর গোছল করতে গেলে বাঘ ও তার স্ত্রী সবটা মধু পান করে। বানর মনে মনে প্রতিশোধের প্রতীক্ষা করে।

বাঘ প্রাণীদের মেরে যকৃত নিয়ে আসে। বাঘ ও বাঘিনী গোসল করতে গেলে বানর যকৃতের বেশী অংশ খেয়ে ফেলে এবং ভুক্তবশিষ্টটুকুর ওপর গড়াগড়ি করে ময়লা করে রাখে। এতে তার সমস্ত শরীরে রক্ত লাগে। ঠিক এই মুহূর্তে বাঘ ও বাঘিনী এসে পড়ে। বাঘ বানরকে আক্রমণ করে। বানর পালিয়ে গায়ের রক্ত গাছের সাথে মুছতে চেষ্টা করে। সবটা মুছলেও লেজের নীচে রক্ত থেকে যায়। সেজন্য বানরের পেছনে লাল।

ভারত: সাঁওতাল ১। বোডিং (Bodding) ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৭—২১৭

শৃগাল এবং খরগোস:

শৃগাল ও খরগোস বন্ধু হয় এবং সারাজীবনের জন্য বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা নেয়। তারা চাউলের জাউ প্রস্তুতের পরিকল্পনা করে। খরগোস রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, চাউলওয়ালা বস্তা নামিয়ে খরগোসকে ধরতে যায়। শৃগাল চাউল সরিয়ে ফেলে। এই একই উপায়ে তারা দুধ, আগুন খড়ি ও পাতার থালা অর্জন করে। এরপর দুজনে মিলে পুডিং তৈরী করে। পাক শেষ হলে দুজন গোসল করতে যায়, শৃগাল শীঘ্র গোসল করে, খরগোস সময় নেয়। ইত্যবসরে শৃগাল প্রায় সবটুকু পুডিং খেয়ে ফেলে এবং অবশিষ্টটুকু ময়লা করে দেয়। খরগোস ক্রোধে শৃগালের পাছা ভেঙ্গে তাড়িয়ে দেয়।

ভয়ে খরগোস পিপড়ের খালের মধ্যে পালায়। শৃগাল পাছা দিয়ে পিপড়ের খাল বন্ধ করে বসে এবং খরগোসের জন্য অপেক্ষা করে। পিপড়ে তার লেজের গোড়া খেয়ে ফেলে। মুচী তার লেজের গোড়া সেলাই করে দেয়। শৃগাল বৃদ্ধার মুরগী চুরি করে, বৃদ্ধার ছেলেরা মোমের মেয়েছেলে তৈরী করে ফাঁদ পেতে শৃগালকে ধরে। শৃগালের পাছা কেটে বালি পুরে ছেড়ে দেয়। শৃগাল কর্মকারকে দিয়ে পাছা তৈরী করে নেয়। কর্মকার মজুরী চাইলে দূর থেকে পায়খানা করে দিয়ে শৃগাল পালায়।

ভারত: সাঁওতাল ২। বোডিং, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৪—১৮৫।

শৃগাল ও মুরগী:

শৃগাল ও মুরগীতে বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে তাড়ি তৈরী করে। কখনো শৃগালের কখনো মুরগীর বাড়ীতে উভয়ে তাড়ি পান করে। মুরগী নেশাগ্রস্ত হয়। শৃগাল তাকে খেয়ে ফেলে। অপর মোরগমুরগীগুলোকে শৃগাল জিজ্ঞেস করে তারা কোথায় ঘুমায়। তারা দেয়ালের নীচে ঘুমায় বলে জানায়। মোরগমুরগীরা চাকু ছুরি দিয়ে চারদিক ঘিরে রাখে। শৃগাল এসে ক্ষতবিক্ষত হয়। পরদিন তারা লুকোয় চুলোর পারে, শৃগাল এসে চামড়া পুড়িয়ে ফিরে যায়। পরদিন মোরগমুরগী ঝুড়িতে লুকায়, শৃগাল ঝুড়িশুদ্ধ সবাইকে নিয়ে যায়। তারা বলে পাহাড়ে আছাড় দিয়ে ঝুড়ি খুলতে হয়। শৃগাল তাই করে এবং একটি ছাড়া সব মোরগমুরগী উড়ে পালায়। সেই মুরগী আবার চালাকি করে ছুটে যায়। এবং পিপড়ের ঢিবির আড়ালে পালায়। শৃগাল পিপড়ে ঢিবিতে পাছা রেখে অপেক্ষা করে, পিপড়ে তার পাছা খেয়ে ফেলে। শৃগাল জনৈকা বৃদ্ধাকে মাছ ধরতে সাহায্য করে, কিন্তু শৃগালের মুখ দিয়ে ঢুকে উন্মুক্ত পাছা দিয়ে সব মাছ বেরিয়ে যায়। সে তখন মুচী ও কর্মকারকে দিয়ে পাছা ঠিক করে নেয়। সুস্থ হয়ে সে গ্রামের মোরগমুরগী খেতে যায়, লোকেরা মোমের মেয়েছেলে তৈরী করে ফাঁদ পাতে। শৃগাল ধরা পড়ে ও মরে।

ভারত: সাঁওতাল ৩। বোডিং, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৭—১৯৭।

শৃগাল ও মোরগ ঃ

শৃগাল ও মোরগ পরস্পর বন্ধু হয়। সারাজীবনের জন্য তারা বন্ধুত্বের ওয়াদা করে। উভয়ে তাড়ি প্রস্তুত করে। মোরগ ধান খায়, শৃগাল খায় নানান প্রাণী। মোরগের তাড়ি ঠিক ভাবে তৈরী হয় কিন্তু শৃগালের তাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। মোরগের বাড়ীতে উভয়ে তাড়ি খায়। মোরগ নেশাগ্রস্ত হলে শৃগাল তাকে খেয়ে ফেলে। শৃগাল অন্যান্য মোরগ মুরগীকে জিজ্ঞেস করে জানে তারা কোথায় থাকে। মোরগমুরগী চুলোর পাড়ে একটি ডিম রাখে এবং ফাঁদ পাতে। শৃগাল এলে ডিম ফেটে শব্দ হয় এবং শৃগাল শব্দ শুনে লাফ দিলে ফাঁদ তার গায়ে পড়ে। বন্দী শৃগালকে সমস্ত মোরগমুরগী মিলে ঠুকরিয়ে মেরে ফেলে।

সাঁওতাল ৪। বোডিং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯—২০৭।

শৃগাল ও ধানপাখী ঃ

শৃগাল ও ধানপাখীতে বন্ধুত্ব জন্মে। তারা আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা করে। শৃগাল ধানপাখীকে খাবার নিমন্ত্রণ করে। ধানপাখী পেটভরে খায় এবং শৃগালকে দাওয়াৎ দেয়। শৃগালকে সে একঝুড়ি তাজা ইঁদুর খেতে দেয়। শৃগাল ঝুড়ি ভাংগে কিন্তু একটি ইঁদুরও ধরতে পারেনা। তার ব্যর্থতা দেখে ধানপাখী হাসে। শৃগাল ধানপাখীকে খেয়ে ফেলে। পথে যেতে সে একটি মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু ও মহিষকে খায় এবং এক ডোবা পানি পান করে। কিন্তু একটি কাঠের থাম লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে পড়ে পেট ফেটে মরে যায়।

ভারত: পশ্চিম বাংলা: কলকাতার উপকণ্ঠ, শোভনা, পৃঃ ১০৭/১০৯।

শৃগাল, ছাগল এবং নেকড়ে বাঘ ঃ

শৃগালকে জামীন রেখে ছাগল একখণ্ড জমি কেনে। তারা জমির অর্ধেকটায় তুলো এবং অর্ধেকটায় তরমুজ বোনে। শৃগাল রাত্রে এবং ছাগল দিনে পাহারা দেয়। শৃগাল তার বন্ধুসহ তরমুজ খেয়ে ফেলে। রাত শেষ হলে ছাগল পাহারা দিতে এসে তরমুজ না দেখে শৃগালকে খবর জানায়। শৃগাল ছাগলকে দোষী করে। শৃগাল নেকড়েকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করে এবং ছাগলকে নেকড়ের নিকট নিয়ে যায়। ছাগলের সাথে তার দুটো

পোষা কুকুরও যায়। নেকড়ে ও শৃগাল ছাগলকে খাওয়া আরম্ভ করলে কুকুরদ্বয় নেকড়েকে মেরে ফেলে এবং শৃগালকে জমির মূল্য দিতে বাধ্য করে।

সিংহল ১। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহ। পার্কার (Perker), ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯/২১২

শৃগাল ও খরগোস ঃ

শৃগাল ও খরগোস উভয়েই লাউয়ের বীজ পায়। উভয়ে যুক্তি করে বীজ বপন করে। শৃগাল পানি দেয়না বলে গাছ মরে যায়। খরগোসের গাছে ফল ধরে। উভয়ে লাউভাতের জাউ তৈরীর পরিকল্পনা করে। অন্যান্য জিনিষ পাবার জন্য উভয়ে চাউল বাহক, নারকেল বাহক, পাতিলবাহক ও শুপারী বাহককে পরপর সাধুবাদের দ্বারা ঠকায় এবং এই সমস্ত দ্রব্য অর্জন করে। অতঃপর দুধের সাথে মিশিয়ে চাল লাউ নারিকেল দিয়ে তারা সুন্দর জাউ তৈরী করে। শৃগাল খরগোসকে দূরে পাঠায় এবং সবটুকু জাউ খেয়ে ছাই এর গাদায় শুয়ে থাকে। খরগোস এলে শৃগাল বলে, যে সমস্ত লোককে ঠকানো হয়েছিল তারা সবাই এসে শৃগালকে মারপিট করেছে। এবং জাউ নিয়ে গেছে। শরীরের ব্যথায় সে ছাই এর গাদায় শুয়ে আছে। সে খরগোসকে কাছে ডাকলো এবং খরগোস কাছে এলে তার গায়ে বমি করে দিল। খরগোস নদীতে গিয়ে ধুয়ে এলো। শৃগাল জিজ্ঞেস করলে খরগোস বললো ধোবা তাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়েছে। শৃগাল ধোবার কাছে গেলে ধোবা তাকে পাথরের সাথে আছড়ে অর্ধমৃত করে ছেড়ে দিল। সেই থেকে শৃগাল ও খরগোসে শত্রুতা।

সিংহল ২। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল। পেরেরা (Perere) পৃঃ ৪৯।

শৃগাল ও খরগোস ঃ

শৃগাল ও খরগোস উভয়ে লাউয়ের বীজ পায়, যুক্তি করে বপন করে। শৃগাল প্রস্রাব দেওয়ায় গাছ মরে, খরগোস পানি দেওয়ায় গাছ বাঁচে ও ফল ধরে।

উভয়ে খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করে। খরগোস রাস্তায় মরার ভান করে পড়ে থেকে চাউল, দুধ, নারিকেল, খড়ি, আগুন ও পাতিল বাহকদের বিভ্রান্ত করে, সবাই নিজ নিজ জিনিষ রেখে খরগোসকে ধরতে যায়, শৃগাল সব অপহরণ করে। এর পর রান্না শুরু হয়। শৃগাল খরগোসকে দূরে পাঠায় এবং খাদ্য খেয়ে ফেলে। অবশিষ্ট খাদ্য সে নারিকেলের মালায় পুরে পাছার মধ্যে ভরে রাখে। খরগোস এলে সে বলে যাদের ঠকিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল তারা এসে সব খাদ্য খেয়ে গেছে এবং তাকেও মারপিট করেছে যার ফলে তার পাছা ফুলে গেছে। সে খরগোসকে একটু হাতড়ে দিতে অনুরোধ করে। খরগোস কাছে এলে মালা ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং তার শরীর ময়লা করে দেয়। খরগোস নদীতে গিয়ে পরিষ্কার করে আসে। শৃগাল জিজ্ঞেস করলে সে বলে ধোবা তাকে ধুয়ে দিয়েছে। শৃগালও ধোবার কাছে যায়। ধোবা তাকে পাথরের সাথে আছড়ে মেরে ফেলে।

ভারত : আসাম। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি স্থানীয় পাঠ। গোস্বামী, পৃঃ ৮২।

শৃগাল ও বানর :

শৃগাল ও বানর দুই বন্ধু। তারা কিছু কলা চুরি করে। বানর কলাগুলো নিয়ে গাছে ওঠে, খায় এবং শৃগাল চাইলে শুধু ছিবরা ফেলে দেয়। শৃগাল কচু বনে গিয়ে বসে। বানর জিজ্ঞেস করলে বলে সে রাজার আখ বাগান পাহারা দিচ্ছে। বানর কচুকে আখ ভেবে খায় এবং গলার চুলকানিতে ভোগে। শৃগাল ভীমরুলের চাকের কাছে বসে। বানর সে কি করছে জিজ্ঞেস করলে শৃগাল বলে রাজার ঢোলক পাহারা দিচ্ছে। বানর ভীমরুলের চাক বাজাতে আরম্ভ করে, এবং হুলবিদ্ধ হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়। শৃগাল একটি পুরনো কূয়ার ধারে বসে যার ওপরটা মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন ছিল। বানর সে কি করছে জিজ্ঞেস করলে বলে সে রাজার বিছানা পাহারা দেয়। বানর বিছানায় শোবার চেষ্টা করলে কূয়োর ভেতর পড়ে মরে।

ভারত: লুসাই উপজাতি। আসাম উপত্যকা অঞ্চল। প্যারী (Parry) পৃঃ ৫৪৫/৫৪৬ কচ্ছপ ও বানর:

কয়েকটি বানরকে গাছে ফল খেতে দেখে কচ্ছপ চায়। বানরগণ ফলের কিছু অংশ দেয়। সে আবায় চায় কিন্তু বানরগুলো এবার ফল না দিয়ে তাকে গাছে উঠতে সাহায্য করে। গাছে তুলে তারা চলে যায়। অনেক প্রাণীই কচ্ছপকে তাদের পিঠের ওপর নামতে দিতে প্রস্তাব করে। কিন্তু তাদের পিঠ প্রশস্ত নয় বলে সে নামে না। অবশেষে হাতী এলে তার পিঠে সে লাফ দিয়ে নামে। হাতী ভার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। কচ্ছপ হাতীকে খেয়ে ফেলে এবং বানরদের গ্রামে গিয়ে পায়খানা করে। বানরগুলো কচ্ছপের পায়খানাকে মাংস মনে করে খেয়ে ফেলে। কচ্ছপ বানরদের উপহাস করে। বানরগুলো তখন রাগ করে কচ্ছপের গ্রামে যেয়ে পায়খানা করে এবং কচ্ছপের মনের ভাব এতে কেমন হয় নিকটে একটি ঝুড়ির মধ্যে পালিয়ে থেকে লক্ষ্য করে। কচ্ছপ এসে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিয়ে নদীতে ফেলে দেয় এবং একটি আসন্ন প্রসবা বানরীকে ছাড়া সবগুলোকে মেরে ফেলে।

ভারত: কাচারী উপজাতি। আসাম। এণ্ড্‌ল্‌ (Endle) পৃঃ ১০৭/১১৫

বানর ও খরগোস:

বানর ও খরগোসের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। একদিন তুজনে একজন মানুষকে একঝুড়ি কলা ও শুপারী নিয়ে যেতে দেখে। বানর খরগোসকে পথিক লোকটিকে সাধুবাদে ভুলাতে বলে! খরগোস তাই করে। বানর খাদ্য চুরি করে। সব খেয়ে ফেলে বানর শুধু কলার ছিবড়ে গুলো খরগোসের জন্য রাখে। খরগোস প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষা করে। সে একটি বিষাক্ত গাছের পাশে বসলে বানর জিজ্ঞেস করে। সে কি করছে। খরগোস বলে সে রাজার আখ পাহারা দেয়। বানর গাছটি খেতে চায়, খরগোসও দেয়, বানরের জিহ্বা পুড়ে যায়। এরপর একই উপায়ে খরগোস ভীমরুলের চাক, গোয়াল সাপ, ও ছোট্ট ডোবাকে যথাক্রমে রাজার ঢোলক, অলঙ্কার ও বিছানা বলে বানরকে বিভ্রান্ত করে এবং শাস্তি দেয়। অর্ধমৃত বানর ডোবার মধ্যে পড়ে থাকে। কোন প্রাণী তাকে উদ্ধার করতে রাজী হয় না।

অবশেষে বাঘ তাকে এই প্রতিশ্রুতি করে যে উদ্ধার করবার পর বানরকে সে খাবে। বানর শরীর শুকানোর জন্য সময় নেয় এবং শরীর শুষ্ক হলেই গাছে লাফিয়ে ওঠে। বাঘ দুতিনদিন গাছের নীচে অপেক্ষা করে শেষে মরার ভান করে পড়ে থাকে। বানর নীচে নামে এবং বাঘের মুখের মধ্যে প্রথমে লেজ ও পরে মুখ ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে। বাঘ এই সুযোগে বানরকে খেয়ে ফেলে।

ভারত: আঙ্গমী নাগা। হাট্টন (Hutton), পৃ: ২৭৭/২৭৮

বানর ও শৃগাল:

বানর ও শৃগাল এক বনের মধ্যে মিলিত হয়। উভয়ে খাদ্য আনতে স্বীকৃত হয় এবং কে ভাল খাদ্য আনতে পারে তা পরখ করতে চায়। দুজনে খাদ্য আনে, বানর সমস্ত খাদ্য নিয়ে গাছে ওঠে এবং খেয়ে ফেলে। শৃগাল রাগ করে বিষাক্ত গাছের মধ্যে গিয়ে বসে। বানর জিজ্ঞেস করে সে কি করছে। শৃগাল বলে সে সাহেবের আখ পাহারা দেয়। বানর বিষাক্ত গাছ খায় এবং তার জিভ পুড়ে যায়। অতঃপর শৃগাল একটি মৌচাকের পাশে যায় এবং বানরকে সাবধান করে যেন সে মুখে না দেয়। বানর মুখে দেয় এবং মৌমাছির কামড়ে শাস্তি পায়। শৃগাল একটি ডোবার ধারে গিয়ে বসে এবং বানরকে বলে সে সাহেবেয় কাপড় পাহারা দেয়। বানর কাপড়ের আশায় লাফ দেয় এবং ডুবে মরে।

পূর্ব পাকিস্তান। পাবনা জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

শৃগাল ও বানর:

শৃগাল ও বানর একদিন পথে যাচ্ছিল। পথে খরগোসের মাথায় এক ঝুড়ি কলা দেখে উভয়ে যুক্তি করে খরগোসকে ঠকিয়ে কলা নিতে হবে। শৃগাল খরগোসের নিকট বিনয়ের স্বরে বলে যে বহুদিন তার সাথে দৌড়ের পাল্লা দেবার ইচ্ছে, খরগোস অনুগ্রহ করলে তা বাস্তবায়িত হোত। খরগোস কলা রেখে দৌড়ায়, বেশ কিছুদূর যাবার পর শৃগাল পরাজয় স্বীকার করে। বানর কলা নিয়ে গাছে ওঠে ও খায়। শৃগাল প্রতিশোধের চেষ্টা করে।

শৃগাল মৌচাকের ধারে বসে। শৃগাল কি করছে বানর তা জানতে চাইলে শৃগাল বলে সে রাজার ঢোলক পাহারা দিচ্ছে। বানর মৌচাকে আঘাত করে বাজাতে চায় ও মৌমাছির কামড়ে বিব্রত হয়। শৃগাল ছাগল চিকিৎসককে উপদেশ দেয় যেন বানর এলে সে তাকে বিষাক্ত গাছের পাতা খেতে নির্দেশ দেয়। বানর পাতা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। গাছের মালিক এসে বানরকে মেরে ফেলে।

পূর্ব পাকিস্তান। পাবনা জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

নেউল ও বিড়াল ঃ

বিড়াল কিছু পিঠে খাচ্ছিল। এমন সময় নেউল সেখানে এসে পিঠে দাবী করে। বিড়াল জানে, না দিলে বিপদে পড়তে হবে সুতরাং অর্ধেক দিতে রাজী হয়। নেউল বিড়ালকে দাড়িপাল্লা আনতে পাঠায় এবং সবগুলো পিঠে খেয়ে ফেলে। বিড়াল অবাক হয়।

বিড়াল ঝুড়ির মধ্যে কিছু চড়ুই পাখীর ছানা রাখে। নেউল এবারেও চড়ুই পাখীর ছানার অংশ চায়। বিড়াল নেউলকে ঝুড়িতে ঢুকে যথেচ্ছা খেতে অনুরোধ করে কেননা তার নিজের শরীর ভাল নয়, ঝুড়ি খুলে দেবার সামর্থ্য তার নেই। নেউল ঝুড়িতে ঢুকে খাওয়া আরম্ভ করে। বিড়াল সুযোগ বুঝে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে এবং পানিতে ফেলে। নেউল মরে।

পূর্ব পাকিস্তান। রাজশাহী জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

শৃগাল ও চখা ঃ

শৃগাল ও চখায় বন্ধুত্ব হয়। পথে জেলেকে এক ঝুড়ি মাছ নিতে দেখে উভয়ে মাছ অপহরণের যুক্তি করে। চখা রাস্তায় মরার মত পড়ে থাকে, জেলে ঝুড়ি রেখে ধরতে যায়, চখা পালায়, শৃগাল মাছের ঝুড়ি অপহরণ করে।

শৃগাল চখাকে মাছ কাটবার জন্য দা আনতে পাঠায়। শৃগাল সব মাছ খেয়ে দিব্বি ঘুমায়। চখা গৃহস্তের বাড়ীতে কুকুরকে খবর দেয়।

কুকুর শৃগালকে কামড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। সেই থেকে শৃগাল চখার সঙ্গ ত্যাগ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান। বগুড়া জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

শৃগাল ও বক ঃ

শৃগাল ও বকের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মে। একদা দুজনে একজন বুড়িকে চাউলের গুড়োর পোটলা নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে যেতে দেখে পোটলাটি চুরি করতে মনস্থ করে। বক আহতের ভান করে রাস্তায় পড়ে থাকে। বুড়ি পোটলা রেখে বকটিকে ধরতে যায়। শৃগাল পোটলা সরিয়ে নিয়ে যায়। চাউলের গুড়ো দিয়ে উভয়ে পিঠে তৈরী করে। তৈরী শেষ হলে শৃগাল বককে কলার পাতা নিয়ে আসতে পাঠায়। বকের অনুপস্থিতিতে শৃগাল পিঠেগুলো খেয়ে বনের ধারে পালিয়ে যায়।

কয়েকদিন পর বক শৃগালকে দেখতে পায়। সে নেকড়ে বাঘকে শৃগালের দুর্ব্যবহারের কথা জানায়। নেকড়ের গলায় যে হাড় ফুটেছিল এবং তা যে একমাত্র বকই বের করে দিতে পেরেছিল একথা সে ভোলে নাই। সুতরাং শৃগালকে সে খুঁজে বের করে এবং এক সন্ধ্যায় তাকে হত্যা করে। রীতিমত ভোজের আয়োজন করে।

পূর্ব পাকিস্তান। রাজসাহী। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

বানর ও খরগোস ঃ

বানর ও খরগোস দুই বন্ধু। দুজনে কৃষকের ছেলেকে মাঠে কর্মরত পিতার জন্য খিচুড়ী নিয়ে যেতে দেখে খিচুড়ী খাবার লোভ করে। খরগোস মরার ভান করে রাস্তায় পড়ে থাকে। ছেলেটি খিচুড়ীর পাতিল রাস্তায় রেখে খরগোস ধরতে যায়। বানর পাতিলটি সরিয়ে নিয়ে গাছে ওঠে। খরগোস নীচে থেকে চায়। বানর দুই একটি খিচুড়ী ফেলে। খরগোস প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হয়।

খরগোস ধুতরার গাছের ধারে বসে, বানর জিজ্ঞেস করে সে কি করছে। খরগোস বলে সে জমিদার বাড়ীর আতাফল পাহারা দিচ্ছে। বানর খায়

এবং মাথা খারাপ হয়ে কেবল হাসতে থাকে। খরগোস বানরকে উপদেশ দেয় গৃহস্থের গরুর গোহালের বাসি চোনা খেলে এই হাসি সারবে। ওদিকে খরগোস গৃহস্থের কুকুরকে বানরের এই আগমন বার্তা জানায়। বানরকে কুকুর ক্ষতবিক্ষত করে। সে পাগল ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে মনের দুঃখে বনে চলে যায়। সেই থেকে সে আর খরগোসের সাথে দেখা করে নি।

পূর্ব পাকিস্তান। চট্টগ্রাম জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

শৃগাল ও বেজী :

একটি মাঠে একটি শৃগাল ও বেজী থাকতো। একদিন শৃগাল কুল বোরই খাবার সখ করলো। বেজী উপায় বের করলো। একজন স্ত্রী লোক একঝুড়ি কুল নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। বেজী স্ত্রীলোকটির সামনে সভ্যের মত বসে থাকলো। স্ত্রীলোকটি পোষা বেজী মনে করে ধরতে এলো এবং বেজীও ধরা দিল। শৃগাল কুলের ঝুড়ি নিয়ে পালাল। বেজী স্ত্রীলোকটির হাতে কামড় দিয়ে বেঁচে গেল।

কুলগুলোকে মরিচ ও লবনে মাখবার জন্য শৃগাল বেজীকে গৃহস্থের বাড়ী পাঠাল। বেজীর অনুপস্থিতিতে সে সমস্ত কুল খেয়ে ফেললো। বেজী ফিরে এলে সে বললো যে তাকে শীঘ্রই হজ করতে যেতে হবে এবং হজে যাবার পূর্বে যা খাবার বাসনা তা পেট ভরে খেতে হয়। সুতরাং সে পেট ভরে সব কুলই খেয়েছে। এবং ফলে বেজির জন্য কিছু অবশিষ্ট নেই।

এরপর শৃগাল গৃহস্থের মুরগী ধরবার পরিকল্পনা করে এবং তার পরিকল্পনার কথা বেজীকে জানায়। বেজী গোপনে গৃহস্থের কুকুরকে খবর দেয়। শৃগাল মুরগী ধরতে গেলে বেজী কুকুরকে দেখিয়ে দেয়। কুকুরের কামড়ে শৃগাল মারা যায়।

পূর্ব পাকিস্তান। পাবনা জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

সর্বগ্রাসী শৃগাল :

বেজী একটি ছোট্ট কুলগাছের ডালে বসে কুল খাচ্ছিল। একটি পেটুক শৃগাল নীচে এসে দাঁড়ায় এবং কুল চায়। বেজী দু একটি করে ফেলে

দেয়। কিন্তু এতে তার লোভ আরও বেড়ে যায়। সে গাছশুদ্ধ বেঙ্গীকে খেয়ে ফেলে।

পথে যেতে শৃগাল একটি মোরগকে দেখে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করে। দুই বন্ধু যেতে যেতে একটি বনবিড়ালকে এক পোটলা নতুন ধানের চাউল নিয়ে যেতে দেখে। মোরগ রাস্তার ধারে চুপ করে বসে থাকে। বনবিড়াল পোটলা রেখে মোরগের ওপর লাফিয়ে পড়ে। মোরগ উড়ে পালায় শৃগাল চাউলের পোটলা দিয়ে পালায়। মোরগসহ চাউল নিয়ে সে নিজের বাড়ীতে যায়। এবং ভোজের আয়োজন করে। বন্ধু মোরগকে সে নতুন মাদকদ্রব্য (তাড়ি) দিয়ে অভ্যর্থনা করে। তাড়ি খেয়ে মোরগ বেহুস হয়ে যায়, শৃগাল তাকে আস্ত গিলে ফেলে।

অতঃপর শৃগালের ক্ষুধা দুর্দান্ত হয়ে ওঠে এবং রাস্তায় চলতে চলতে একটি মহিষ, একটি গাভী, শাকতোলা বুড়ী, মাছধরা জেলে প্রভৃতিকে গিলে ফেলে। এত খাদ্য হজম করবার জন্য সে এক পুকুরে যেয়ে পানি পান করতে থাকে এবং অত্যধিক পানি পান করার ফলে ফটাস করে তার পেট ফেটে যায়। পেটের মধ্যে থেকে সবাই বেরিয়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তান। পাবনা জেলা। লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

শৃগাল ও বাঘ ঃ

বাঘ ও শৃগালের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে একবার চাল ডাল লবণ মরিচ ও আগুন সংগ্রহ করে খিচুড়ী পাক করে। দুই বন্ধু মিলে মিশে সারা সকাল এই পাকে ব্যস্ত থাকে। পাক শেষ হলে বাঘ বলে মসজিদে সিন্নি না দিয়ে খাওয়া ঠিক হবে না। সে কিছু খিচুড়ীসহ শৃগালকে সিন্নি দিতে পাঠায়। শৃগালের অনুপস্থিতিতে বাঘ সমস্ত খিচুড়ী খেয়ে ফেলে। শৃগাল দুঃখিত হয় এবং প্রতিশোধের পথ খোঁজে।

গৃহস্থের বাড়ীর নিকট এসে শৃগাল বাঘকে ছাগল খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। একটি ছোট্ট ঝোপের মধ্যে বসে সে বাঘকে ছাগলের মত ডাকতে বলে। ওদিকে গোপনে গিয়ে সে একপাল কুকুরকে খবর দেয়।

কুকুর এসে বাঘকে ক্ষতবিক্ষত করে। শৃগাল বাঘের অবস্থা দখে সমবেদনা জানায়।

একদিন পথে অনেক লোকজনের আনাগোনা দেখে শৃগাল জানতে পারে এক বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। শৃগাল বাঘকে বর সাজতে প্রলোভন দেয়। বর সাজিয়ে বাঘকে সে উপদেশ দেয় লোকেরা সব লাঠি হাতে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলে সে যেন ভয় পেয়ে না দৌড়ায়, কেননা এদেশের রীতি লোকেরা বরকে লাঠি হাতে বরণ করে। অতঃপর লোকেরা বাঘ ও শৃগাল দেখে দলে দলে লাঠি হাতে মারতে আসে। শৃগাল পালায়, বাঘ হাসিমুখে বরের পোষাকে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকেদের আঘাতে সে মরে।

নির্ণীত মটিফ সমুহ

মটিফ

এফ ৯১১·৩৪ একটি সর্বগ্রাসী ব্যাং, ইঁদুর, বুটিপ্রস্তুতকারক, একজন মানুষ এবং ঘোড়াকে খায়।

এফ ৯১৩ গ্রাসকারীর পেট থেকে সকলের মুক্তি।

জে ২৪১৩.৬ রাজার সাক্ষাতে বানর খরগোসের মত করে হাঁচি দেয়।

কে ১৭১·৯ বানর শৃগালকে কলার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে।

কে ৩৫১ মালিককে যখন অন্যদিকে আকৃষ্ট করা হয়, তখন খাদ্য অপহৃত হয়।

কে ৩৪১·৫ মালিককে দৌড়ের পাল্লায় ব্যস্ত রাখা হয়, অন্য দিকে অপহৃত হয় তার খাদ্য।

কে ৩৪১·৫·২ চখা, বাজপাখী, বা বক আহত হবার ভান করে এবং অপর জন খাদ্য অপহরণ করে।

কে ৩৫১·২৬ চখা বা বক বালিকাদের সাথে লুকোচুরি খেলে, অন্যদিকে শৃগাল দই খায়।

কে ৩৪৩.৩ সাথীকে দূরে পাঠিয়ে ভিলেন খাদ্য চুরি করে খায়।

কে ৩৪৪.১.৪ ফাঁকিবাজ খাদ্যে ময়লা দেয়।

কে ৭৪৪.৪ অন্যায়কারীকে চালাকি করে ঝুড়ির মধ্যে প্রবেশ করানো হয়।

কে ৮১৪ অতিআগ্রহী অন্যায়কারী চালাকের ঝুড়িতে প্রবেশ করে এবং মরে।

কে ১০২৩.১ অন্যায়কারী রাজার ঢোলক পাহারায় প্রলুব্ধ হয়। এটি মৌচাক।

কে ১০২৩.১.১ অন্যায়কারী রাজার অলংকার পাহারায় প্রলুব্ধ হয়। এটি সাপ।

কে ১০২৩.৩ অন্যায়কারী বিষাক্ত ফল আহার করায় প্রলুব্ধ হয়।

কে ১০৫৬ অন্যায়কারী রাজার বিছানা ভেবে এঁদো কুয়োতে শোয়—নীচে পড়ে মরে।

কে ১১৬১ বিভিন্ন প্রাণী গৃহের কোনে কোনে অপেক্ষা করে, অন্যায়কারী গৃহে প্রবেশ করলে তাকে হত্যা করে।

BIBLIOGRAPHY

AARNE, Antti and THOMPSON, Stith. The Types of the Folktale 2nd rev. ed. FFC 184. Helsinki, 1961.

ABBAS, Zaimal Ghulam. Folktals of Pakistan. Karachi : Pakistan Publications, 1957.

ADAMS, Robert J. The Monkey's Greed Revenged, Typescript, Bloomington, 1962.

ANDERSON, J. D. A Collection of Kachari Folktales and Rhymes. Assam Secretariat, 1895.

AUNG, Maung Htin. Burmese Folktales. Vol. I, Oxford University Press, Calcutta, 1948.

BEZBARUA, Lakshminath. Tales of a Grandfather from Assam. Bangalore : Indian Institute of Culture, 1955.

BODDING, Paul Olaf. A Chapter of Santal Folklore. Kristiani : Kristiana Etnografiske Museum, 1924.

———Santal Folk Tales. 3 Vols, Oslo : Institute for Sammenligenede Kulturforskning, 1925-29.

BOMPAS, Decil Henry, Trans. Folklore of the Santal Parganas. London : David Nutt, 1909.

BOEDKER, Laurits. Indian Animal Tales, FFC 170, 1957.

BRADLEY-BIRT, F. B. Bengal Fairy Tales. London : John Lane, The Bodley Head, 1920.

BUITENEN, J. A. B. Van. Tales of Ancient India, Chicago : Univ. of Chicago Press. 1958.

CAMPBELL, A. Santal Folk Tales. Pokhuria : Santal Mission Press 1892.

CHIVAS-BARON, Cl Stories and Legends of Annam. London and New York, Andrew Meirose Ltd., 1920.

COSQUIN, Emmanual. Lesx Contes Indiens et L' Occident. Paris : Librairie Ancienne Honore Champion, 1922.

COWELL, E. B. ed. The Jataka or Stories of the Buddha's Former Births. 6 Vols. Cambridge Univ. Press, 1895-1907.

CROOKE, Willam. Popular Religion and Folklore of Northern India. 2 Vols. Westminister, Archibald Constable & Co., 1896.

———The Takin Thrush and Other Tales from India. London J. M. Dent and Sons, 1938.

DAY, Rev. Lal Behari. Folk-Tales of Bengal. London : Machmillan and Co., Ltd., 1912.

DEVARIES, Jan. Voalksverhalen uit cost India. 2 Vols. Zutphen : W. J. Thieme, 1925.

DEXTER, Wilfrid E. Marathi Folk Tales. London ; George G. Harrap & Co., Ltd., 1938.

DHAR, Somnath. Kashmir Folk Tales. Bombay ; Hind Kitabs, 1949

DIXON, Roland B. Oceanic Mythology. Vol IX in the Mythology of all Races. Louis Herbert Gray, ed. Boston : Marshall Jones Co., 1916.

DORT, A Line Van Legends of Ceylon. Colombo : Plate, Ltd. nd.

DRACOTT, Alice Elizabeth. Simla Village Tales, or Folk Tales from the Himalayas. London : John Murray, 1906.

ELWIN, Verrier. Folk Tales of Mahakoshal. Bombay ; Oxford University Press, 1944.

———Myths of Middle India. Madras : Oxford Univ. Press, 1949.

Myths of the North-East Frontier of India. Shillong, North-East Frontier Agency, 1958.

Studies in N. E. F. A. Folklore, 2 Vols. Shillong : mimeographed 1955,

Tribal Myths of Orissa. Calcutta : Oxford Univ. Press, 1954.

ENDLE, Sidney, The Kacharis. London : Macmillan and Co., Ltd., 1911.

Enthoven, R. E. ed. Folk Lore Notes. 2 Vols. Bambay : British India Press, 1914-15.

FANSLER, Dean S. Filipino popular Tales. Memoirs of American Folk Lore Society, Vol XII, 1921.

FRERE, Mary Eliza Isabella. Eastern Fairy Legends. Philadelphia : Lipponcott and Co., 1874.

Fairy Tales from India. Philadelphia and London : J. B. Illincott. Co., 1926,

Old Deccan Days, 4th ed. London : John Muarray, 1889.

FUCHS, Stephen. Tales of Gondavana. Bombay : Dhawale Popular, 1960.

GAER, Joseph. The Fables of India. Boston, Toronto : Little, Brown and Co., 1955.

GAKINA, V. A. Ed. Skazki India, Moscow : Gosudarstevennoe Iszateslsvo Detskoi Literaturi, 1957.

GOSWAMI, Praphuladatta. Ballads and Tales of Assam Gauhati : Dept. of Pub. Univ. of Gauhati, 1960.

GRIERSON, George A., ed. Hatim's Tales, Kashmiri Stories and Songs. London : John Murray, 1923.

HAHN, Ferdinand. Blicke in die Geisteswelt der heidnischen Kols. Gueterslow : C. Bertelsmann, 1906.

HAUGHTON, Capt. H. L. Sport and Folklore in the Himalaya. London : Edward Arnold, 1913.

HERTEL, Johannes. Indische Maerchen. Jena : Eugen Diederices, 1925.

HODSGN, Thomas Calhan. The Naga Tribes of Manipur. London : Macmillan and co., Ltd., 1911.

HOLTZMANN, Adolf, trans. Indische Sagen. Jena : Eugen Diederichs, 1913.

HTIN, Maung Aung, Burmese Folk-Tales. Geoffrey Cumberlege : Oxford Univ. Press, 1948.

HUTTON, John Henry. The Angami Nagas. London : Macmillan and Co., Ltd. 1921.

———The Sema Nagas, London : Macmillan and Co., Ltd., 1921.

ISLAM, Dr. Mazharul. Kabi Heyat Mamud, Rajshahi University, E. Pakistan, 1961.

JACOBS, Joseph. Indian Fairy Tales. New York and London : G. P. Putnam's Sons, nd. about 1895.

KIOCAID, co A. Tales of Old Sind. London : Oxford Univ. Press, 1922.

KINGSCOTE, Gergiana and Pandit Natesa Sastri. Tales of the Sun or Folklore of Southern India. London : Allen Co , 1890.

KNOWLES, James Hinton, Folk-Tales of Kashmir. 2nd ed. London : Kegan Paul, Trench, Truebner and Co. Ltd. 1893.

KORZHINSKOI, O. M. Indieeski Skazki. Berlin : A. F. Debriena n. d.
LEITNFR, G. W. Dardistan in 1866, 1886 and 1893. Working : Oriental University Institute, 1899.

MACFIE, J. M. Myths and Legends of India. Edinburgh : T. and T. Clark, 1924.

McCulloch, William. Bengali Household Tales. London, New York, Toronto : Hodder and Stoughton, 1912.

MEEKER, Charles H. Folk Tales of the Far East. Chicago : John C. Winston Co., 1927·

MEYER, Johann Jakob. Dandin's Decakumarcaritam, die Abenteuer der Zehn prinzen. Leipzing : Lotus Verlag, 1902.

———Hindu Tales, and English Trans. of Jacob's Ausgewachlete Erzaehlungen in Maharastri. London : Luzac and Co., 1909.

MILLS, James Phillip. The Rengma Nagas. London : Macmillan and Co., Ltd., 1937.

NOBLE, Margaret E. Cradle Tales of Hinduism. Bombay. Longmans Green and Co., 1917.

OLDE NBURG, C. F. Indllskie Narodnye Skazki. Noskva : G. I. Y. L. 1956.

PARKER, Henry. Village Folk Tales of Ceylon. 3 Vols. London : Luzac and Co., 1910—1914.

PARRY, N. E The Lakhers. London : Macmillan and Co., Ltd., 1932.

PENRER, Norman M. The Ocean of Story. 10 Vols. London : 1924—1928.

PERERA, Arthur A. Sinhalese Folklore Notes. Bombay : British India Press, 1917.

RAFY, Mrs. K. U. Folk-Tales of the Khasis. London : Macmillan and Co., Ltd., 1920.

ROBINSON, Edward Jewitt. Tales and Poems of South India. London : T. Woolmer, 1885.

ROSE, Horace A. compiler. A Glossary of the tribes and Castes of the Punjab and the Northwest Frontier Province, 3 Vols : Lahore : 1919.

SCHACK, Adof Friedrich Grafen Vo. Stimmen von Ganges. Eine Sammlung Indischer Sagen. 2nd ed. Stuttgard : J. C. Cotta, 1877.

SCHULZE, Paul. Drawida Maerahen der Kuwi-Kond. Muenchen : Schahin Verlag, 1922.

SEKI, Keigo. Nihon Mukashi Shusei. 6 Vols. Tokyo : Kadogawa Shoten, 1950—1958.

SEN, Dinesh Chandra. The Folk-Literature of Bengal. Calcutta ; University of Calcutta, 1920.

SHAKESPEAR, Lt. Col, J. The Lushei Kuki Clans. London : Macmillan and Co., Ltd., 1912.

SAOVONA, Devi. The Orient Pearls. London : Macmillan and Co. Ltd., 1915.

SHYA A-SHAN., Kara. Wit and Wisdom of India. New York : Roerich Museum press, 1934.

SIDDIQUI, Ashraf and LERCH, Marilyn. Toontoony pie and other Tales from Pakistan. Cleveland and New York : The World Publishing Co., 1961.

SMITH, William Carlson. The Ao Naga Tribe of Assam, London : Macmillan and Co. Ltd., 1925.

STEEL, Flora Annie. Tales of the Punjab. London : Macmillan and Co., Ltd. 1894.

———and TEMPLE. B. C. Wide-Awake Stories. Bombay : Education Society's Press. 1884.

STOKES, Maive S. Indian Fairy Tales. Calcutta, 1869.

SWYNNERTON, Charles. The Adventures of the Punjab Hero Raja Rasalu and other Folktales of the Punjab. Calcutta ; W. Newman and Co., Ltd., 1884.

———Romantic Tales from the Punjab. 3rd ed. London : Oxford University Press, 1928.

TAUSCAER, Rudolf. Volksmaerchen aus dem Jeyporeland. Berlin : Walter de Gruyter and Co., 1959.

TEMPLE, Richard C. The Legends of the Punjab. 3 Vols. Bambay Education Society's Press, 1884.

THOMPSON, Stith. Motif-Index of Folk-Literature. rev. ed. 6 Vols. Bloomington : Indiana Univ. Press, 1957.

———and Roberts, Warren E. Types of Indic Oral Tales FFC 180. Helsinki, 1960.

———and BALYS, Jonas. The Oral Tales of India Bloomington : Indiana Univ. Press, 1958.

THORBRUN, S. S. Bannu or our Afgan Frontier. London ; Truebner and Co., 1876.

THURSTON, Edgar. Omens and Superstitions of Southern India. New York : McBride, Nast Co., 1912.

VARNHAGEN, Hermann. Ein Indisches Maerchen auf seincer Wanderung durch die Asiatischen und Eruroaeischen Literaturen. Berlin : Viedmannsche Buchhaudlung, 1882.

VOGEL, Jean P. Indian Serpent-Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art. London : Arthur Probsthain, 1926.

WILKINS, Charles, Trans. Fables and Proverbs from the Sanscrit 3rd ed. London : George Routledge and Sons :

ZARUBIN, L. I., Beludzhskie Skazki. Leningrad : Izdatelstivo Akedemii Nayuk USSR, 1932.